খবর রাজ্যে/রাজ্যে

গুজরাতের সরবমতী আশ্রম থেকে প্রচার শুরু মীরা কুমারের

আহমেদাবাদ, ৩০ জুন : এনডিএ জোটের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী রামনাথ কোবিন্দ ইতিমধ্যেই রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে প্রচার শুরু করেছে। সম্মিলিত বিরোধী জোটের প্রার্থী মীরা কুমারও এবার প্রচার শুরু করবেন। গুজরাতের সরবমতী আশ্রম থেকে শুরু হল মীরার প্রচার। মহাত্মা গান্ধির আদর্শে শপথ নিয়ে প্রচার শুরু করলেন বিরোধী জোটের প্রার্থী। ঘটনাচক্রে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও বৃহস্পতিবার সরবমতী আশ্রম সফরে এসেছিলেন। আশ্রমের শতবর্ষ উপলক্ষে সেখানে আসেন প্রধানমন্ত্রী। এমনকি মহাত্মার আদর্শে চরকাও কাটেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ১৯১৭ সালে গুজরাতের সবরমতী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন মহাত্মা গান্ধি। এই আশ্রম থেকেই তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। কুমার শুক্রবার গুজরাত কংগ্রেসের নেতা ভরত সিং সোলাঙ্কি এবং শঙ্কর সিং বাঘেলাকে নিয়ে সকাল সকাল সরবমতী আশ্রমে আসেন। প্রায় ৪০ মিনিট সেখানে ছিলেন মীরা। মীরা সাংবাদিকদের বলেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন দলিতদের লড়াই নয়, এই নির্বাচন আদর্শের লড়াই।

প্রার্থনা শেষে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রচারের সূত্রপাত করে মীরা বলেন, "আমি মহাত্মা গান্ধির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই লড়াইয়ে নেমেছি। গান্ধির আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের রয়েছে। আমি সরবমতী আশ্রমে এসেছি মহাত্মার কাছ থেকে প্রেরণা পেতে।" প্রসঙ্গত, এদিন তিনি আশ্রমের 'হৃদয়কুঞ্জ'-এ বেশ কিছুক্ষণ কাটান। আশ্রমে থাকলে গান্ধিজি এই হৃদয়কুঞ্জেই থাকতেন।

৭২ বছরের কংগ্রেস নেত্রী এই লড়াইয়ে মহাত্মার কাছ থেকে সাহস, শক্তি ও অনুপ্রেরণা সংগ্রহের জন্যই আশ্রমে এসেছেন বলে জানান। তিনি গুজরাতের মানুষের, বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষের সমৃদ্ধি কামনা করেন। পরে তিনি গুজরাতের সব সাংসদ ও বিধায়কদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাদের বিবেক অনুসারে ভোট দিতে আহ্বান জানান।

চিন-ভারত সীমান্তে গোলমালের জেরে নাথু লা পাস দিয়ে

কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা বাতিল করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন : সিকিমের নাথু লা পাস দিয়ে কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা এবার বাতিল করা হল বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। সিকিমে চিন-ভারত সীমান্তে গোলমালের জেরেই কেন্দ্র এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। স্বভাবতই যাত্রা বাতিল হওয়ায় হতাশ প্রায় ৪০০ তীর্থযাত্রী ও পর্যটক। কেউ চেয়েছিলেন ভগবান শিবের দেশে যেতে, কেউ চেয়েছিলেন নাথু লা রুট দিয়ে ট্রেক করতে। যাত্রা বাতিল হওয়ায় কার্যত তাদের সকলের আশাই হতাশায় পরিণত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এবার আটটি দলের নাথু লা দিয়ে তিব্বতে যাওয়ার কথা ছিল। একেকটি দলে ৫০ জন করে তীর্থযাত্রী ও পর্যটক রয়েছে। প্রথম দলটি গত ২০ জুন নাথু লা দিয়ে চিনে ঢুকতে গিয়েই বাধা পায়। শেষ দলটির যাওয়ার কথা ছিল ৩১ জুলাই। ২১ দিনের মধ্যেই এই রুট দিয়ে তীর্থযাত্রীদের যাত্রা শেষ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। চিন প্রথম দু'টি দলের সদস্যদের ভিসা ইস্যু করে। কিন্তু সীমান্তে উত্তেজনার কারণে অন্য দলের তীর্থযাত্রীদের ভিসা দিতে চায়নি চিন। শেষ পর্যন্ত গোলমালের জেরে কোনও দলেরই নাথু লা দিয়ে মানস সরোবর যাওয়া হল না।

জানা গেছে, ২৩ জুনই তীর্থযাত্রী ও পর্যটকরা গ্যাংটকে ফিরে আসেন। তীর্থযাত্রীদের দ্বিতীয় দলটিকে গ্যাংটক থেকে ছাড়াই হয়নি। তবে উত্তরাখণ্ডের লিপুলেখ পাস দিয়ে যারা এবার মানস সরোবর যাচ্ছেন তাদের জন্য নির্ধারিত সূচি মেনেই যাত্রা শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, মানস সরোবর যাওয়ার জন্য সিকিম রুট সাধারণ মানুষের জন্য ২০১৫ সালে খুলে দেওয়া হয়। কৈলাস ও মানস সরোবর তিব্বতের ১৫,১৬০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। প্রতি বছর দু'টি রুট দিয়ে সেখানে যাওয়া হয়। যাওয়ার সময় জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস। মূলত হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন তীর্থযাত্রীরাই সেখানে যান।

নাক গলানো চলবে না

চিন শুক্রবার ভারত সরকারের সঙ্গে অর্থপূর্ণ আলোচনা চালানোর প্রস্তাব দিল। সিকিম সীমান্ত নিয়ে যে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছে, তার অবসানের জন্য এই আলোচনার ডাক দেওয়া হল। তারা সিকিমের ডোকালামা সেক্টর থেকে সেনা সরিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। চিনা বিদেশ মন্ত্রকের প্রথম প্রতিক্রিয়াটি আসে ভারতীয় সেনারা ডোকালামায় চিনা সেনার রাস্তা তৈরির কাজ বন্ধ করে দেওয়ার পর। সেখানে চিন ও ভুটানের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত বিরোধ চলছে। ভুটানের অভিযোগ, চিন চুক্তি অগ্রাহ্য করে ভুটানের মধ্যেই রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করেছে। প্রসঙ্গত, চিন ও ভুটানের মধ্যে বিতর্কিত সীমান্ত অঞ্চলটি ডংলং নামে পরিচিত। জম্মু-কাশ্মীর হয়ে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত ৩,৪৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সীমান্ত। এর মধ্যে ২২০ কিলোমিটার পড়েছে সিকিমে। এই সিকিম এবং ভুটানে সীমান্ত ঘেঁষে চিন রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করেছে। কোথাও কোথাও তা ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে চলে এসেছে বলেও অভিযোগ। চিনা বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিনিধি লু পাং অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, চিন মোটেই চুক্তি লঙ্ঘন করেনি। কিন্তু ভুটান জানিয়েছে, মোটর যাওয়ার রাস্তা তৈরি করেছে চিন। এই রাস্তা চলে গেছে জম্পেল লিতে ভুটানের সেনাছাউনি পর্যন্ত। এর ফলে দু'দেশের সীমারেখাও নষ্ট হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ভুটান। চিনের দাবি, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে দিল্লি কখনই তৃতীয় পক্ষকে নাক গলাতে দেয় না। তবে চিন ও ভুটানের মধ্যে সীমান্ত বিরোধে তৃতীয় পক্ষ হয়েও ভারত কেন নাক গলাচ্ছে?

রাস্তা তৈরি নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারত

সিকিমের কাছে ডোকালামাতে চিনা সৈন্য যেভাবে রাস্তা তৈরি করছে তাতে উদ্বিগ্ন ভারত। বেইজিংকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, চিনের এই আচরণ ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। স্বভাবতই সেখানে বড়মাপের পরিবর্তন আসতে পারে। ডোকালামা সীমান্তে ভারতীয় ও চিনা সেনা মুখোমুখি অবস্থান শুরু করার পর বেইজিং কড়া অবস্থান নেয় এবং দাবি করে পরিস্থিতির উন্নতির জন্য যদি দু'দেশের মধ্যে অর্থপূর্ণ আলোচনা চালাতেই হয়, তবে সিকিম সেক্টর থেকে আগে ভারতীয় সেনাকে সরিয়ে নিতে হবে।

বেইজিং ভারতকে তৃতীয় পক্ষ বলেও দোষারোপ করে। তাদের দাবি, চিন ও ভুটানের মধ্যে সীমান্ত বিরোধে ভারত অযথা নাক গলাচ্ছে। পাল্টা হিসেবে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক গত ১৬ জুন চিনা গণমুক্তি ফৌজ যেভাবে ডোকালামা অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় সীমান্তে ঢুকে পড়ে রাস্তা তৈরির চেষ্টা শুরু করে তার তীব্র নিন্দা করে। ভারত ও ভুটানের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

ফলে সিকিম সীমান্তের পরিস্থিতি নিয়ে ভুটান ও দিল্লি নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছে। সিকিম সেক্টরের বাউন্ডারি নিয়ে ভারত ও চিন ২০১২ সালেই চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। কিন্তু সেই চুক্তি এখন মানতে অস্বীকার করছে চিন।

শিখ বিরোধী দাঙ্গায় অভিযুক্তের জামিন

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন : দিল্লি হাইকোর্ট ১৯৮৪'র শিখ বিরোধী দাঙ্গায় এক অভিযুক্তকে শুক্রবার জামিন দিল। অভিযুক্তের বয়স এখন ৮৯। শারীরিক কারণেই আদালত তাকে জামিন দেয়। দিল্লি হাইকোর্টের ভ্যাকেশন বেঞ্চের বিচারপতি মনমোহন এবং যোগেশ খান্নার বেঞ্চ অবসরপ্রাপ্ত নৌ-অফিসার ক্যাপ্টেন ভাগমালকে ৪ জুলাই পর্যন্ত জামিনের সময়সীমা বাড়ায়। প্রসঙ্গত, এই অপারেশন হয়েছে অভিযুক্তের। এই কারণে আদালত ইতিমধ্যেই তাকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছে। ভাগমলের আইনজীবী শুক্রবার ফের আদালতে আবেদন করে বলেন, ভাগমল এনলার্জ প্রস্টেটের সমস্যায় ভুগছেন। তার অপারেশন জরুরি। এজন্য হাসপাতালে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে। জামিনের সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন করেন তিনি। তার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং চিকিৎসকদের দেওয়া কাগজপত্র দেখে বেঞ্চ ভাগমলের জামিনের সময়সীমা বাড়িয়ে দেয়। ব্যক্তিগত ২৫ হাজার টাকার জামিনে সময়সীমা বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে এই সময়ে অভিযুক্ত কোনও সাক্ষী অথবা মৃতদের উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন না বলেও নির্দেশ দেন হাইকোর্টের বিচারপতি।

মাদ্রাজ আইআইটি-তে অ্যাডমিশনে স্থিতাবস্থা জারি করল না সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন : সুপ্রিম কোর্ট ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইআইটি), মাদ্রাজে অ্যাডমিশনের জন্য কাউন্সেলিংয়ের উপর স্থিতাবস্থা জারি করতে অস্বীকার করল। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ভুল ছাপা থাকায় মাদ্রাজ আইআইটি সব ছাত্রছাত্রীকে গ্রেস মার্ক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। মাদ্রাজ আইআইটি-র এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেই শীর্ষ আদালতে একটি আবেদন করা হয়।

সেই আবেদনের শুনানির সময়ই সুপ্রিম কোর্ট কাউন্সেলিংয়ের উপর স্থিতাবস্থা জারি করতে অস্বীকার করল। শীর্ষ আদালত কেন্দ্রীয় সরকার এবং আইআইটি মাদ্রাজের কাছ থেকে এ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য চেয়েছে। কেন সাত জনকে গ্রেস মার্ক দিয়ে পাস করানো হয়েছে, যারা প্রশ্নের উত্তরই দেয়নি, সে সম্পর্কে জানতে চাইল শীর্ষ আদালত। এ সম্পর্কে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে ৭ জুলাই।

আইআইটি মাদ্রাজে অ্যাডমিশনের কাউন্সেলিং নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে বিতর্ক চলছিল। আইআইটি মাদ্রাজ ছাত্রছাত্রীদের গ্রেস মার্ক দিয়ে পাস করানোর জন্যই এই বিতর্ক শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত তাদের সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে আবেদন জানানো হয় সুপ্রিম কোর্টে।

উত্তর প্রদেশে তিনটি পৃথক সংঘর্ষে আহত ২৫

মুজফ্‌ফরনগর, ৩০ জুন : উত্তর প্রদেশের মুজফ্‌ফরনগর ও শামলি জেলায় তিনটি পৃথক ঘটনায় কমপক্ষে ২৫ জন জখম হয়েছেন। এর মধ্যে দু'টি ঘটনার সূত্রপাত ইভটিজিংকে কেন্দ্র করে। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর যোগী আদিত্যনাথ অ্যান্টি-রোমিও স্কোয়াড খোলেন। ইভটিজারদের দেখলেই এই স্কোয়াড তাদের ধরে ধরে জেলে পাঠাচ্ছিল।

কিন্তু অ্যান্টি-রোমিও স্কোয়াড বাড়াবাড়ি করায় পুলিশের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বাতিল করা না হলেও অ্যান্টি-রোমিও স্কোয়াডের মুখে লাগাম পরানো হয়েছে। ফলে এখন অনেকটাই স্তিমিত তাদের কাজকর্ম। আর এই সুযোগে ফের মাথাচাড়া দিয়েছে ইভটিজিংয়ের মতো মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ইভটিজিংকে কেন্দ্র করেই এদিন উত্তর প্রদেশের হাসিমপুরা গ্রামে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে ১৩ জন গুরুতর জখম হন। জেলাশাসক এ কে মিশ্র জানিয়েছেন, মেহতাব ও আশু নামে দুই ব্যক্তির সঙ্গে গ্রামেরই একটি গোষ্ঠীর সংঘর্ষ শুরু হয়। পরে তা ভয়ানক রূপ নেয়। এক মহিলাকে নানাভাবে উত্যক্ত করা নিয়ে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত।

এমনকি সংঘর্ষের সময় ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। একে অপরকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে। এই ঘটনার পর ওই গ্রামে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ইভটিজারদের সন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শামলি জেলারই নালা গ্রামে আরেকটি ইভটিজিংয়ের ঘটনায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে ৬ জন গুরুতর আহত হন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

তৃতীয় ঘটনাটি ঘটেছে মুজফ্‌ফরনগরের কারোলি গ্রামে। একটি গোষ্ঠী সংঘর্ষ চলার সময় একে অন্যকে ছুরিকাঘাত করায় ছয় ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। একটি শিশুকে নোংরা জল ছুড়ে মারা নিয়ে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

নিখোঁজ শিশুদের উদ্ধার করতে অপারেশন মুসকান-থ্রি

গুয়াহাটি, ৩০ জুন : নিখোঁজ শিশুদের খুঁজে বের করতে শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে অসম সরকারের একমাস ব্যাপী 'অপারেশন মুসকান-থ্রি'। অসমের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব টি ওয়াই দাস স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগের সচিবরা শুক্রবার এক বৈঠকে মিলিত হন। সেখানে 'অপারেশন মুসকান-থ্রি'র কর্মসূচি চূড়ান্ত হয়। প্রসঙ্গত, মুসকান-থ্রি এর আগে অপারেশন স্মাইল-টু এবং অপারেশন মুসকান-টু'র বর্ধিত সংস্করণ। রাজ্য প্রশাসনের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, আগের দু'টি প্রচার অভিযানে দারুণ সাফল্য পায় সরকার। উদ্ধার করা হয় ৪০ হাজার নিখোঁজ শিশুকে। তাই এবার অপারেশন মুসকান-থ্রি'কে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। সব ডেপুটি কমিশনারকে তাদের নিজের নিজের এলাকায় এই প্রচার সফলভাবে চালানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। জেলাস্তরে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিগুলি এবং ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহীদের অপারেশন 'মুসকান-থ্রি'কে সফল করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকার সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে নিখোঁজ শিশুদের খুঁজে বের করতে পরস্পরকে সাহায্যের নির্দেশ দিয়েছে।

ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে কনকনে ঠান্ডার মধ্যেই অমরনাথ যাত্রীদের জন্য মেডিক্যাল ক্যাম্প

শ্রীনগর, ৩০ জুন : ত্রি-স্তরীর নিরাপত্তা বলয় ও বৃষ্টির মধ্যেই শুরু হয়েছে এ বছরের অমরনাথ যাত্রা। বিএসএফ, সিআরপিএফ ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ যৌথভাবে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করেছে তীর্থযাত্রীদের জন্য। জম্মু-কাশ্মীরের চন্দনবারি থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে হাজার হাজার মানুষ যাত্রা করেছেন অমরনাথের উদ্দেশে। ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে এ বছরেও কনকনে ঠান্ডার মধ্যেই তীর্থযাত্রীদের জন্য মেডিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে।

স্বামী সত্যমিত্রানন্দের নেতৃত্বে যাত্রীদের চিকিৎসার পাশাপাশি অমরনাথের ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল পথ কীভাবে পার হতে হবে, সেই পরামর্শও দেওয়া হচ্ছে। স্বামী সত্যমিত্রানন্দ জানিয়েছেন, যাত্রা যতদিন চলবে, ততদিন যাত্রীদের চিকিৎসা পরিষেবা দেবে সংঘ। এজন্য কলকাতা থেকে অভিজ্ঞ চিকিৎসরা এসেছেন। মেডিক্যাল পরিষেবা ছাড়াও অমরনাথ যাত্রার পথে তাঁরা ব্যবস্থা করেছেন ভান্ডারা দেওয়ার। প্রসঙ্গত, যাত্রার আগের দিনই মুসলধারে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় অমরনাথ যাত্রা আদৌ শুরু হতে পারবে কি না, তা নিয়ে সংশয় ছিল। যদিও পুণ্যার্থীরা বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই যাত্রা শুরু করেন।

তবে এবার অমরনাথ যাত্রার শুরুতেই একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। বেঙ্গালুরুর ২৮ বছরের যুবক শ্রী সাওন্ত পিসুটপ থেকে ঘোড়াসমেত নিচে পড়ে যান। তাঁকে নিরাপত্তা রক্ষীরা গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। সংঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ জানিয়েছেন, দীর্ঘ ১১ বছর ধরে ভারত সেবাশ্রম সংঘ তীর্থযাত্রীদের জন্য নানারকম পরিষেবা দেয়। চন্দনবাড়ি রওনা হওয়ার আগেই অনেকে ভারত সেবাশ্রমের মেডিক্যাল ক্যাম্পে এসে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান ও প্রয়োজনীয় ওষুধ নিয়ে যান। কলকাতার বিশিষ্ট পাঁচ চিকিৎসক এক মাস ধরে ভারত সেবাশ্রমের তরফে তীর্থযাত্রীদের নানাভাবে সাহায্য করছেন।

আইসিস জঙ্গি খুঁজতে কেরল পুলিশের 'অপারেশন পিজিয়ন'

তিরুবনন্তপুরম, ৩০ জুন : ইরাক বা সিরিয়া থেকে আইসিস জঙ্গিরা সারা পৃথিবীতেই এখন তাদের জাল বিস্তার করতে চাইছে। মূলত ২০-৩০ বছরের যুবক-যুবতীদের এই জঙ্গি সংগঠনে যোগ দিতে তারা নানারকম প্রলোভন দেখাচ্ছে। ইতিমধ্যেই বহু পরিবারের ছেলেমেয়ে সেখানে যোগ দিয়ে তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে। কিন্তু ফিরে আসার পথ নেই।

যুবক-যুবতীদের জঙ্গি হওয়া ঠেকাতে কেরল পুলিশ রাজ্যে যে ডাইভ দিয়েছে, তার নাম 'অপারেশন পিজিয়ন'। এই অপারেশন শুরু হয়েছে প্রথম কাসারাগড় জেলার কিছু অংশে। তারপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অন্য জেলাগুলিতেও। অপারেশন পিজিয়নে নেমে অনেকটাই সফল কেরল পুলিশ। ইতিমধ্যেই বিপথগামী মালওয়ালি যুবকদের মধ্যে অভিযান চালিয়ে ৩৫০ জনের একটি তালিকাও তারা তৈরি করে ফেলেছে।

এই অভিযান চালাতে গিয়ে পুলিশ জানতে পেরেছে, একমাত্র কেরলের পাথানামিঠা জেলা ছাড়া প্রায় সব জেলাতেই আইসিসের রিক্রুটারদের পা পড়েছে। অনেক জায়গাতেই তারা যুবকদের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনার পর আরও একাধিকবার আলোচনাও সেরে ফেলেছে। কেরলের গোয়েন্দা শাখা এরপরই স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তৈরি করেছে। এই টাস্ক ফোর্সে দুই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) ও সিবিআইয়ের প্রতিনিধিরাও রয়েছেন। টাস্ক ফোর্সের এক মুখপাত্রের দাবি, কেরলের কুন্নুর জেলাতেই সবচেয়ে বেশি যুবককে প্রভাবিত করা হয়েছে। সেখানে ১১৮ জনের নাম পাওয়া গেছে, যে যুবকরা আইসিসের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে গেছে। কুন্নুরের পরেই রয়েছে মালাপ্পুরম ও কাসারাগড় জেলা। মালাপ্পুরমে ৮৯ জন এবং কাসারাগড়ে ৬৬ জন আইসিসের রিক্রুটারদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে।

কোঝিকোড়েও ২৫ জন যুবকের দারুণ রকম আগ্রহ লক্ষ করা গেছে আইসিসকে নিয়ে। পালাক্কাড়ে এই সংখ্যাটা ১৬। কেরলের অন্যান্য জেলাতেও কমবেশি এক-দু'জনের নাম জানা গেছে, যারা আইসিসে যোগ দিতে আগ্রহী। তবে বিস্ময়কর হলেও সত্যি ৩৫০ জনের তালিকায় একজনও মেয়ের নাম নেই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, এমনকি ব্রিটেন ও আমেরিকা থেকেও বেশকিছু তরুণী আইসিসে যোগ দিলেও কেরলে যুবকদের মধ্যে এ নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা দিলেও, অল্পবয়সি মেয়েদের মধ্যে আইসিস তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি বা অন্য কোনও কারণে তারা আগ্রহ দেখায়নি। কেরলের গোয়েন্দা শাখার প্রধান বিএস মহম্মদ ইয়াসিনের দাবি, তারা আইসিসের প্রচারে মুগ্ধ যুবকদের তালিকা তৈরি করতে গিয়ে দেখেছেন, তাদের সবারই বয়স ২০'র নিচে। প্রায় সবাই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। বেশিরভাগই মেডিক্যাল বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। এই তালিকায় এমন একজনও নেই যাকে অশিক্ষিত বলা যায়।

দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিঃ, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর ৩ ধারা মোতাবেক এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস্, ২০০২-এর ৩ ধারাসহ ১৩(২) অনুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারীক উক্ত আইন, ২০০২ ১৩(২) ধারা অনুসারে দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক তৎসহ তার ওপর আরও সুদ আদায় দেওয়ার জন্য কলাম নং ৩-এ বর্ণিত মতো দেনাদারদের/সহদেনাদারদের আহ্বান জানানো হয়েছিল। উক্ত দেনাদার/সহদেনাদারগণ অর্থাঙ্ক দিতে না পারায় তাদের এবং সাধারণদের জানানো হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারী নির্দেশিত দিনে উক্ত রুল ৮ সহ উক্ত আইনে ১৩(৪)ধারা অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ২৯ জুন, ২০১৭ তারিখে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

হিসাবখাতের নাম	ট্রাস্ট	সম্পত্তির ঠিকানা	১৩(২) ধারানুসারে বিজ্ঞপ্তির তারিখ	বিজ্ঞপ্তির অর্থাঙ্ক	দখলের তারিখ	দখলের ধরন
মেসার্স অশোকা ডিসট্রিবিউটর	আরসিল-এসবিপিএস ০২৪-আই ট্রাস্ট	১. বন্ধকীকৃত জমির আনুমানিক আয়তন ২ কাঠা ১৫ ছটাক এবং ৩২ বর্গফুট, যা অবস্থিত মৌজা বৈষ্ণবঘাটা জে এল নং ২৮, দাগ নং ৯১৪, তৌজি নং ২৬১, খতিয়ান নং ৭২৪, পারুল মিত্রর নামে জমির চৌহদ্দি নিম্নরূপ: উত্তরে জমির দাগ নং ২১৫, দক্ষিণে কমন রাস্তা, পূর্বে জমির দাগ নং ২১৩, পশ্চিমে জমি ও বাড়ি সাধন ঘোষের।	১০-এপ্রিল-১৭	৩,৩৯,৬০,৫০৪/-	২৯-জুন-১৭	প্রতীকী

জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে ঋণকারির বিবরণী অনুসারে যেন উক্ত সম্পত্তি লেনদেন থেকে বিরত থাকেন এবং যদি কেউ উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার করেন তবে অ্যাসেট রিকস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) উক্ত অর্থ ও ভবিষ্যতের সুদ সহ প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

Arcil Premier ARC | Arms

অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
রেজিঃ অফিস : দি রুবি, ১৯তম তল, ২৯ সেনাপতি বাপত মার্গ, মুম্বাই- ৪০০০২৮
আরসিল আর্মস অফিস : রুম নং এ-১১, নবম তল, চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনল সেন্টার, ৩৩এ, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ, ০৩৩ ২২৮৮০২২৪
CIN: U65999MH2002PLC134884, Website: www.arcil.co.in, www.arms.net.in.

তারিখ : ০১-০৭-২০১৭
স্থান : কলকাতা

স্বাঃ
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিঃ

দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু,
অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিঃ (অতঃপর 'আরসিল' হিসাবে বলা হবে) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (অতঃপর উক্ত অ্যাক্ট হিসাবে উল্লেখ করা হবে) এর ৩ ধারা মোতাবেক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সমীপে রেজিস্টার্ড এবং কোম্পানিজ অ্যাক্ট ১৯৫৬ মোতাবেক সমিতিবদ্ধ একটি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি; যেহেতু নিম্নে বর্ণিত তালিকার কলম নং ৩-এ বর্ণিত দেনাদার/সহ দেনাদারগণ আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিঃ থেকে ঋণ সংগ্রহ করেছেন; এবং যেহেতু আরসিল নিম্নে ব্যাঙ্ক লিঃ থেকে ঋণ সংগ্রহ করেছেন এবং যেহেতু আরসিল নিম্নে বর্ণিত তালিকার কলাম নং ২-এ বর্ণিত ঋণ অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত আর্থিক সম্পত্তি সমূহ অর্জন করেছেন এবং যেহেতু উক্ত অ্যাক্ট মোতাবেক এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল-৩ এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারাধীনে ক্ষমতাবলে জামিনযুক্ত উত্তমর্থ হিসাবে আরসিলে দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করা করেছিল যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক তৎসহ তার ওপর আরও সুদ আদায় দেওয়ার জন্য কলাম নং ৮-এ বর্ণিত এবং ২৮ জুন, ২০১৭ তারিখে দেনাদারদের/সহদেনাদারদের আহ্বান জানানো হয়েছিল।

ক্রম সংখ্যা	অ্যাকাউন্ট নাম্বার	দেনাদারের নাম	১৩(২) ধারা অনুসারে বিজ্ঞপ্তির তারিখ	১৩(২) ধারা অনুসারে বিজ্ঞপ্তির অর্থাঙ্ক (টাকা)	সম্পত্তির বিবরণ	দখলের ধরণ	দখলের তারিখ
১	৩১৮২২৫০৮৪৪	রবীন্দ্র নাথ মণ্ডল	১৮ মার্চ, ১৬	১২৪৭৬৪৮.১৬	ফ্ল্যাট নং এ, প্রথম তল, সাউথ ফেন্সি, ২২১৩/১, নৃপেন ঘোষ সরণী, সিপিটিএ ব্লক, হৃদয়পুর, ২৪ পরগনা (উত্তর), ওয়ার্ড নং ৩০, জেলা ২৪ পরগনা (উঃ), কলকাতা-৭০০১২৭, উত্তরে প্রফুল্ল পালচৌধুরীর বাড়ি, দক্ষিণে কালী মন্দির, পূর্বে উমাপতি ভট্টাচার্যের সম্পত্তি, পশ্চিমে ১৬ ফুট রাস্তা, পশ্চিমবঙ্গ	ব্যক্তিগত	২৮ জুন, ২০১৭
২	৩১৬৮৮৪৪৬৬৫৫	মায়া সাউ	১৮ মার্চ, ১৬	১৯৮৫৩৩১.২১	ফ্ল্যাট নম্বর জি/১, প্রথম তল, ৬৬, বেদিয়াপাড়া লেন, কলকাতা-৭০০০৭৭, উত্তরে পুরসভার রাস্তা, দক্ষিণে ১০৪৬/২, আর এন ঠাকুর রোড, পূর্বে দীপান্বিতা মেডিক্যাল হল, পশ্চিমে সমীর দাশগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ	ব্যক্তিগত	২৮ জুন, ২০১৭
৩	০০৪৬১৯০৩৩২৬	মানস দত্ত	২৫ মে, ১২	১৫১৯০৭৬.৮৯	ফ্ল্যাট নং ৩সি, ৪র্থ তল, ১৫, বেদীয়াপুর রোড, বাঁশদ্রোনী, থানা রিজেন্ট পার্ক, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৯৩, উত্তরে কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত, দক্ষিণে মুকুন্দ বণিকের বাড়ি, পূর্বে কলকাতা পুরসভার রাস্তা, পশ্চিমে স্বপন গিরির বাড়ি	ব্যক্তিগত	২৮ জুন, ২০১৭

জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে ঋণকারির বিবরণী অনুসারে যেন উক্ত সম্পত্তি লেনদেন থেকে বিরত থাকেন এবং যদি কেউ উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার করেন তবে অ্যাসেট রিকস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) উক্ত অর্থ ও ভবিষ্যতের সুদ সহ প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

Arcil Premier ARC | Arms

অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
রেজিঃ অফিস : দি রুবি, ১১তম তল, ২৯ সেনাপতি বাপত মার্গ, মুম্বাই- ৪০০০২৮ (ইন্ডিয়া)
আরসিল-আমর্স অফিস : রুম নং এ-১১, ৯ম তল, চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, ৩৩এ, জে এল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ, ফোন: ০৩৩-২২৮৮০২২৪
CIN:U65999MH2002PLC134884 ওয়েবসাইট: www.arms.net.in, www.arcl.co.in

তারিখ : ০১.০৭.২০১৭
স্থান : কলকাতা

স্বাঃ
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিঃ